ঝিনাইদহে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের ঝটিকা মিছিল

ঝিনাইদহ শহরের প্রাণকেন্দ্র পায়রা চত্বরে ঝটিকা মিছিল করেছে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগ। মিছিলে সরকার ও ট্রাইবুনাল বিরোধী শ্লোগান দেন।

সোমবার (৮ জুন) ভোর ৫টার দিকে শহরের পায়রা চত্বর থেকে মিছিলটি বের হয়ে কেসি কলেজের দিকে যায়।

মিছিলের সামনে ছাত্রলীগের জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক আল ইমরান শ্লোগান দেন। এতে অন্তত ৪০-৫০ জন নেতাকর্মী অংশ নেন। পরে মিছিলের একটি ভিডিও ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ভোর ৫টার দিকে শহরের প্রাণকেন্দ্র পায়রা চত্বরে ঝটিকা মিছিল বের করে ছাত্রলীগ। মিছিলটি পাঁচ মিনিটের মতো স্থায়ী ছিল। পরে স্থানীয়রা এগিয়ে এলে তারা দ্রুত স্থান ত্যাগ করেন।

এ বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. বিল্লাল হোসেন বলেন, ‘ফজরের নামাজের সময় শহরের পায়রা চত্বরে নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের একটি মিছিল হয়ে বলে খবর পেয়েছি। মিছিলের একাধিক ভিডিও আমাদের কাছে রয়েছে। ভিডিও দেখে মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের শনাক্ত করার কাজ চলছে। দ্রুতই তাদের বিরদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তিনি জানান।’

দর্শনায় কুপিয়ে জখমের ঘটনায় বিএনপির ঝটিকা মিছিল ও

বিক্ষোভ

দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে পূর্ব শত্রুতার জেরে গতকাল রবিবার নামাজ পড়তে যাওয়ার পথে রিপনকে (৪০) ৪–৫ জন এলোপাথাড়ি কুপিয়ে রক্তাক্ত জখম করেছে। মাগরিবের সময় মোটরসাইকেলযোগে নামাজ পড়তে যাওয়ার পথে এই ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা আহত রিপনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে চিকিৎসক তাকে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করেছেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ৩–৪ মাস আগে রিপনের সঙ্গে একই গ্রামের হাসেমের ছেলে খাইরুল ও সানিরুলের ছেলে রাশদের মধ্যে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মারামারির ঘটনা ঘটে। এর জের ধরে রবিবার বিকেলে রিপন ইফতার শেষে নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় খাইরুল, খোকনসহ ৪–৫ জন তাকে দুই পা ও হাতে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। এই ঘটনায় ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

ঘটনার পর, বিএনপি সমন্বয়ক নাহারুলের নেতৃত্বে দর্শনা শহরে ঝটিকা মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। পরে বিএনপি ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা দর্শনা থানার সামনে বিক্ষোভ মিছিল করেন। পুলিশের পক্ষ থেকে মেহেদী হাসান জানান, বিক্ষোভকারীদের ৪৮ ঘণ্টার সময় দেয়া হয়েছে; এই সময়ের মধ্যে তাদের আইনের আওতায় আনা হবে।

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসান ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, “পূর্ব শত্রুতার জেরে রিপনকে কুপানো হয়েছে। খাইরুলসহ ৪–৫ জন পলাতক রয়েছে। তবে আমরা তাদের গ্রেফতারের জন্য অভিযান অব্যাহত রেখেছি। মামলার প্রস্তুতিও চলছে।”

মেহেরপুরে হরতালের সমর্থনে

বিএনপির ঝটিকা মিছিল

কেন্দ্র ঘোষিত দেশব্যাপী সকাল-সন্ধ্যা হরতালের সমর্থনে ঝটিকা মিছিল করেছে মেহেরপুর জেলা বিএনপি।

আজ রবিবার দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে মেহেরপুর জেলা বিএনপি কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু করে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পাশের একটি গলিতে গিয়ে শেষ হয়।

মেহেরপুর পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের নেতৃত্বে সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, বিএনপি নেতা ফজলুল হক, জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল ইসলামসহ শতাধিক নেতাকর্মী ঝটিকা মিছিলে অংশ নেন।